



## 8929 - রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনার হাকিকত

### প্রশ্ন

প্রশ্ন: রাসূলগণের প্রতি ঈমান আনা বলতে কী বুঝায়?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। রাসূলগণের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। সেগুলো হচ্ছে- এক:

সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কওমের জন্য তাদের মধ্য হতে একজনকে রাসূল (বার্তাবাহক) করে পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত (উপাসনা) করার এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুর ইবাদতকে অস্বীকার করার দাওয়াত দেন। সকল রাসূল সত্যবাদী, সত্যায়নকারী, পুণ্যবান, সঠিক পথের দিশারী, তাকওয়াবান ও বিশ্বস্ত। আল্লাহ তাঁদেরকে যা কিছু দিয়ে প্রেরণ করছেন তারা তা পরিপূর্ণভাবে পট্টে দিয়ে দিচ্ছেন। কোন অংশ গোপন করেননি বা পরিবর্তন করেননি। নিজ থেকে কোন সংযোজন বা বিয়োজন করেননি। “রাসূলগণের দায়িত্ব তে শুধুমাত্র সুস্পষ্ট বাণী পট্টে দিয়ে দেয়া।” [সূরা নাহল, আয়াত: ৩৫]

-এই বিশ্বাস পোষণ করা যে, প্রথম রাসূল হতে শেষে রাসূল পর্যন্ত সকলের দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল একটাই- বিশ্বাস-শ্রণীয়, বচন-শ্রণীয় ও কর্ম-শ্রণীয় যাবতীয় ইবাদত বা উপাসনা শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্য পালন করা এবং অন্য সব উপাস্যকে অস্বীকার করা। দলিল হচ্ছে আল্লাহর বাণী- “আপনার পূর্বে আমি যিনি রাসূলই প্রেরণ করছি, তাকে এ আদেশই করছি যে- নই কোন উপাস্য আমি ব্যতীত; সুতরাং আমারই ইবাদত কর।” [সূরা আম্বিয়া, আয়াত: ২৫] এবং তাঁর বাণী “আপনার পূর্বে আমি যিসেব রসূল প্রেরণ করছি, তাদেরকে জিজ্ঞাসে করুন, দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত আমি কি কোন উপাস্য স্থির করছিলাম ইবাদতের জন্যে?” [সূরা যুখরুফ, আয়াত: ৪৫]। এগুলো ছাড়াও আরো অনেকে আয়াতে কারীমা রয়েছে।

কিন্তু অবশ্য পালনীয় আমল (ফরজ) ও আইন-কানুন এক রাসূল থেকে অন্য রাসূলেরা ভিন্ন হতে পারে। এক রাসূলের উম্মতের উপর যে নামায-রোজা ফরজ করা হয়েছে অন্য রাসূলের উম্মতের উপরে সসেব হয়তো ফরজ করা হয়নি। এক রাসূলের উম্মতের উপরে যে বিষয়গুলো হারাম করা হয়েছে অন্য রাসূলের উম্মতের জন্য সসেব বিষয় হয়তো হালাল করা হয়েছে- আল্লাহর পক্ষ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ। যেনে আল্লাহ যাচাই করে নতি পারনে “তোমাদের মধ্যে কে কর্মে উত্তম”।

এর পক্ষে দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী- “আমি তোমাদের প্রত্যেককে একটা শরিআ ও মনিহাজ (আইন ও পথ)

দিয়েছে।”[সূরা মায়দা, আয়াত: ৪৮] ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, অর্থাৎ- পথ ও আদর্শ (দিয়েছে)। মুজাহিদ, ইকরমিসহ মুফাসসরিদরে আরো অনেকে একই রকম মত দিয়েছেন। সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: “নবীরা হচ্ছনে- বমোতরয়ে ভাইয়ের মত। তাদের মা আলাদা আলাদা; কনিতু ধর্ম অভিন্ন।” অর্থাৎ সকল নবীর মূল ধর্মবিশ্বাস এক। সটো হচ্ছ- তাওহীদ। যে তাওহীদ দিয়ে আল্লাহ তাআলা সকল রাসূলকে প্রেরণ করছেন এবং সকল কতিব উল্লেখ করছেন। কনিতু আদশে-নষিধে বা হালাল-হারামের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরাসূলরে শরয়িত (অনুশাসন) ভিন্ন ভিন্ন। কারণ বমোতরয়ে ভাইদের পতি এক, কনিতু মা ভিন্ন হয়ে থাকে। -যে ব্যক্তিকোন একজন রাসূলরে রাসূলত্বকে অস্বীকার করল সে যনে সকল রাসূলকে অস্বীকার করল। “নূহরে সম্প্রদায় রাসূলগণকে মথিয়ারপে করছে।”[সূরা শূআরা, আয়াত: ১০৫] এ আয়াতআল্লাহ তাআলা বলছেন, নূহরে সম্প্রদায় সকল রাসূলকে অস্বীকার করছে। অথচ তারা যে সময়ে নূহ (আলাইহিসি সালাম) কে মথিয়া প্রতপিন্ন করছেলি তখন পর্যন্ত নূহ আলাইহিসি সালাম ছাড়া আর কোন রাসূল প্রেরতি হননি। দুই:

রাসূলদের মধ্যে যাদের নাম আমরা জানতে পরেছে। তাদের নামসমূহের প্রতি ঈমান আনা। যমেন- মুহাম্মদ, ইব্রাহিম, মূসা, ঈসা, নূহ (আলাইহিসি সালাম)। আর যাদের নাম জানা যায়নি তাদের প্রতি এজমালভিবে ঈমান আনা। যমেন কুরআনে এসছে- “রসূল বিশ্বাস রাখনে ঐ সমস্ত বিষয়ের উপর যা তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাঁর কাছে অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুসলমানরাও সবাই বিশ্বাস রাখনে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফরেশে তাদের প্রতি, তাঁর গ্রন্থসমূহের প্রতি এবং তাঁর পয়গম্বরগণের প্রতি। তারা বলে আমরা তাঁর পয়গম্বরদের মধ্যে কোন তারতম্য করনি। তারা বলে, আমরা শুনছে এবং কবুল করছে। আমরা তোমার ক্ষমা চাই, হে আমাদের পালনকর্তা। তোমারই দিকে প্রত্যাভর্তন করতে হবে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৫] আল্লাহ তাআলা আরো বলেন: “আমি আপনার পূর্বে অনেকে রসূল প্রেরণ করছে, তাদের কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে ববিত করছে এবং কারও কারও ঘটনা আপনার কাছে ববিত করনি।”[সূরা গাফরে, আয়াত: ৭৮]

আমরা আরও ঈমান রাখি যে, সর্বশেষে রাসূল হচ্ছনে- আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর পরে আর কোন নবী নহে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পতি নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষে নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।”[সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০] সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রাঃ) কে খলফার দায়িত্বে রেখে তাবুক অভিযানে বরে হন। তখন আলী (রাঃ) বলেন: আপনি কী আমাকে নারী ও শিশুদের (দুর্বলদের) দায়িত্বশীল বানালনে!! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন: মূসা (আঃ) এর প্রতিনিধি হিসেবে হারুন (আঃ) যে মর্যাদা পেয়েছেন আমার প্রতিনিধি হিসেবে তুমি সে মর্যাদা পেয়ে কি সন্তুষ্ট নও!! তবে আমার পরে কোন নবী নহে।” আল্লাহ তাআলা অন্য নবীদের উপর আমাদের নবীকে বেশে কিছু বিশেষত্ব দিয়েছেন। যমেন- ১. আল্লাহ তাআলা তাঁকে সমস্ত জনি ও ইনসান এর নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। অথচ পূর্ববর্তী নবীগণ শুধু তাঁদের কওমের নকিট প্রেরতি হত।



২. একমাসের সম পরিমাণ দূরত্বে অবস্থানরত শত্রুর অন্তরে ভয়রে সঞ্চার করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সাহায্য করতেন।
৩. সমস্ত জমিনকে তাঁর জন্য সজিদার স্থান ও পবিত্র করা হয়েছে।
৪. তাঁর জন্য গণমিতরে মাল খাওয়া হালাল করা হয়েছে; অথচ তাঁর পূর্বে কারো জন্য তা হালাল ছিল না।
৫. মহা শাফায়াত।

এগুলো ছাড়াও আরো অনেকে বিশেষত্ব আল্লাহ তাঁকে দান করছেন। তিনি:

সত্য সংবাদরে ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে যা কিছু জানা যায় সগেলোর প্রতি ঈমান রাখা।

চার:

আমাদের নকিট যবে রাসূল প্রেরিত হয়ছেন তাঁর শরয়িতরে আলোককে আমল করা। তিনি হচ্ছনে সর্বশেষে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। যনি সকল মানুষরে কাছে প্রেরিত হয়ছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদরে ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বচিরক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজরে মনে কোন রকম সংকীরণতা পাবে না এবং তা হৃষ্টচিত্তে কবুল করে নবে।”[সূরা নসিা, আয়াত: ৬৫]

জনে রাখুন, রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার বশে কিছু ভাল ফলাফল রয়েছে। যমেন- ১. বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত ও গুরুত্বরে বিষয়টি উপলব্ধি করা। যহেতে বান্দাকে সরল-সঠিক পথরে দকিনরিদশেনা দয়োর জন্য এবং ইবাদতরে পদ্ধতি বরণনা করার জন্য আল্লাহ রাসূল পাঠিয়েছেন। এককভাবে মানব-মস্তষ্কিরে পক্ষযে যা উদঘাটন করা সম্ভবপর ছিল না।

২. এই নয়োমতরে জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

৩. রাসূলগণকে ভালোবাসা, তাঁদেরকে সম্মান করা, যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে তাঁদের প্রশংসা করা। যহেতে তাঁরা আল্লাহর রাসূল, তাঁরা তাঁর ইবাদত করছেন, তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করছেন এবং উম্মতকে সৎ পরামর্শ দিয়েছেন।

(দেখুন আলামুস সুননাহ আল-মানশুরা, পৃষ্ঠা ৯৭-১০২ ও শারহুল উসুল আস্ ছালাসা, পৃষ্ঠা ৯৫-৯৬)